দৈনিক বাংলা

~~19 SEP 1991~~
তারিখ ... 1৭ SEP 1991 ...
পৃষ্ঠা ..১.. ... কলাম ..৬. ...

64

ঢাকা ভার্সিটি ভিসি অফিসে ভাংচুর ঃ মিছিল সমাবেশ ফাঁকা গুলি

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ভাইস-চ্যান্সেলরের অফিস ও বাসভবনে হামলা এবং ভাঙচুর, ফাঁকা গুলি ক্যাম্পাসে বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলির পরস্পরবিরোধী মিছিল সমাবেশ প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে জগন্নাথ হলে পুলিশী অভিযানে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা গতকাল সকালে মিছিল নিয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসে চড়াও হয়। ছাত্ররা ইটপাটকেল ছুঁড়ে অফিসের জানালার কাচ ভাঙে, চেয়ার-টেবিল উল্টে দেয় এবং কাগজপত্র তছনছ করে। প্রশাসনিক ভবনের সামনে রাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং মৃত্তিকা বিভাগের চেয়ারম্যানের দু'টি গাড়িও ছাত্রদের ভাঙচুরের শিকার হয়। ছাত্রদের মিছিলটি ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবনেও হামলা করে তবে বাসভবনের গেট বন্ধ থাকায় তারা ভিতরে যেতে পারেনি। বাইরে থেকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে।

সর্বশেষ

গতরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরী বৈঠকে মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টা থেকে গতকাল সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে সংঘটিত সকল ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। জগন্নাথ হল এলাকায় পুলিশের অনুপ্রবেশ সম্পর্কেও কমিটি তদন্ত করবে।

দুপুর তিনটায় টিএসসিতে দুই রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্ন্যাকসের সামনে দুই তরুণ পিস্তল থেকে এই গুলি ছোঁড়ে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ (শা-আ) জগন্নাথ হলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল ক্যাম্পাসে পরস্পরের বিরুদ্ধে মিছিল ও সমাবেশ করে। এ সময়ে মধুর ক্যান্টিন এলাকায় দুই ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি ভিসি অফিসে ভাংচুর ঃ মিছিল সমাবেশ

(প্রথম পৃঃ পর)

মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ক্যাম্পাসে মিছিল শেষে ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশ করে। ছাত্রদল নেতা ফজলুল হক মিলন, ইলিয়াছ আলী, হাবিব-উন-নবী সোহেল, আলী আক্কাস নাদিম সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ জগন্নাথ হলে তল্লাশীকালে পুলিশের ওপর ছাত্রলীগ (শা-আ) কর্মীদের হামলার নিন্দা করেন এবং ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের নিবৃত্ত করার জন্য আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহবান জানান।

ক্যাম্পাস সন্ত্রাসমুক্ত রাখার দাবীতে এবং ভাইস-চ্যান্সেলরের অফিস ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রদল আজ সকাল দশটায় অপরাজেয় বাংলার সামনে ছাত্র সমাবেশ করবে।

জগন্নাথ হলে পুলিশী অভিযানের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (শা-আ) গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করে।

শাহে আলম, অসীম কুমার উকিল, কামরুজ্জামান আনসারী প্রমুখ ছাত্রনেতা সমাবেশে বক্তৃতা করেন। নেতৃবৃন্দ জগন্নাথ হলে পুলিশী নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করেন এবং অভিযোগ করেন যে ছাত্রদল কর্মীরাও পুলিশের সঙ্গে এই হামলায় অংশ নেয়।

বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে জগন্নাথ হলে সংঘটিত ঘটনা ও ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসে সংঘটিত ভাঙচুরের ঘটনায় নিন্দা করেছে।

কেন্দ্রীয় পাঁচ দলের নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে জগন্নাথ হলে সংঘটিত ঘটনা ও ভাইস-চ্যান্সেলরের অফিস ভাঙচুরের নিন্দা করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনেই এ ধরনের ঘটনা উদ্বেগজনক।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের প্রায় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসের কারণে বন্ধ থাকায় ছাত্রদের অবর্ণনীয় ক্ষতি হচ্ছে। সন্ত্রাস দমনে সরকার ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যর্থতার সমালোচনা করে তাঁরা বলেন, এভাবে চলতে থাকলে জাতি ভবিষ্যৎ হুমকির সম্মুখীন হতে বাধ্য।

শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত প্রথম সম্পাদক নির্মল সেন এক বিবৃতিতে জগন্নাথ হলে পলাতক আসামী ধরার নামে পুলিশী অভিযানের নিন্দা করেছেন এবং সন্ত্রাস দমনের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি না করার জন্য পুলিশের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

৭টি ছাত্র সংগঠন পৃথক পৃথকভাবে প্রদত্ত অভিন্ন ভাষার বিবৃতিতে জগন্নাথ হলে পুলিশের বাড়াবাড়ি সলিমুল্লাহ হলে একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের গণতান্ত্রিক রীতিবিরুদ্ধ আচরণ এবং ভাইস-চ্যান্সেলরের অফিস ভাঙচুরের ঘটনার নিন্দা করেছে।

বিবৃতিতে জগন্নাথ হলে পুলিশী অভিযানে সাধারণ ছাত্র ও শিক্ষকদের উপর নির্যাতনের নিন্দা করে বলা হয়, তবে খুনী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারে আইনী উদ্যোগকে সহায়তা না করে বাধা প্রদানও কাম্য নয়।

বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয় যে, জগন্নাথ হলের ঘটনার জের হিসাবে মঙ্গলবার রাতে একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা সলিমুল্লাহ হলে সাধারণ ছাত্রদের উপর চড়াও হয়, টিভি রুমের দরজা বন্ধ করে সাধারণ ছাত্রদের বলপূর্বক তাদের দলীয় শ্লোগান দিয়ে মিছিল করতে বাধ্য করে। বিবৃতিতে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিরুদ্ধ এই আচরণের নিন্দা করা হয়।

বিবৃতিদাতা সংগঠনগুলি হচ্ছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (না-শ), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ (সা-সা)।

এছাড়া প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, বিপ্লবী ছাত্র সংঘ, ও গণতান্ত্রিক ছাত্র কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘটিত ঘটনাবলীর নিন্দা করে বিবৃতিদিয়েছে।